জন্ম নিবন্ধন সংশোধন ক্ষেত্রে প্রমাণক হিসেবে নিম্নোক্ত কাগজপত্রসমূহ আবশ্যিকভাবে অনলাইনে আবেদনের সাথে আপলোড করে সংযুক্ত করতে হবে:

১। যে জন্ম নিবন্ধনটি সংশোধন করবেন সেই জন্ম নিবন্ধনের মূলকপি।

২। নিজ নাম, পিতা-মাতার নাম সংশোধন/ইংরেজি-বাংলা করার ক্ষেত্রে একাডেমিক সনদ/এনআইডি/পাসপোর্ট/পিতা-মাতার এনআইডি বা জন্ম সনদ ইত্যাদির মূলকপি আপলোড করতে হবে।

৩। পিতা-মাতার নাম সম্পূর্ণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কার্যালয় হতে আবেদনকারীর জন্ম নিবন্ধনের সাথে পিতা-মাতার জন্ম নিবন্ধন ম্যাপিং করে পিতা-মাতার নাম আপডেট ঠিক করতে হবে।

৪। **ঠিকানা সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রমাণকসমূহ সংযুক্ত করতে হবে:**

জন্মস্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে: জন্ম নিবন্ধনে জন্মস্থান পরিবর্তনের ক্ষেত্রে স্মার্টকার্ড বা পাসপোর্টে উল্লেখিত জন্মস্থান অনুযায়ী জন্ম নিবন্ধনে জন্মস্থান পরিবর্তন করতে চাইলে সেক্ষেত্রে স্মার্টকার্ড বা পাসপোর্টের মূলকপি আপলোড করে আবেদন করতে হবে।

স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে:

ক. পিতার স্থায়ী ঠিকানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পিতার জন্ম নিবন্ধন বা এনআইডি এর সার্ভার কপি বা খতিয়ান/হোল্ডিং টেক্সের কপির অবশ্যই স্থায়ী ঠিকানার জাতীয়তা সনদ আপলোড করতে হবে।

খ. স্বামীর ঠিকানা স্থায়ী ঠিকানা ব্যবহারের ক্ষেত্রে কাবিননামার মূল কপিসহ আবেদনকারীর নামীয় স্থানীয় ঠিকানা উল্লেখপূর্বক জাতীয়তা সনদের মূলকপি আপলোড করতে হবে।

৪। **জন্ম নিবন্ধন আইন ২০০৪ ও বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী জন্ম তারিখ সংশোধনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রমাণক সমূহ আবশ্যক (সকল প্রমাণকসমূহ অবশ্যই জন্ম নিবন্ধন সনদ নিবন্ধনের তারিখের পূর্বে হতে হবে):**

ক. বয়স ৫ বছরের কম হলে টিকার কার্ডের মূলকপি প্রযোজ্য হবে; তবে সেক্ষেত্রে পূর্বে কি প্রমাণক/তথ্য দিয়ে জন্ম নিবন্ধন করা হয়েছে তা যাচাই করতে হবে;

খ. পিএসসি/জেএসসি/এসএসসি সনদের মূলকপি। উল্লেখ্য, যারা ২০১০ সাল থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে প্রাইমারী পাশ করেছে শুধুমাত্র তাদের ক্ষেত্রে পিএসসি সনদ বাধ্যতামূলক। পিএসসি সনদের সাথে শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী জেএসসি ও এসএসসি সনদের মূলকপি আপলোড করতে হবে। একাধিক সনদ থাকলে অবশ্যই সকল সনদ আবেদনের সাথে অনলাইনে আপলোড করে সংযুক্ত করতে হবে।

গ. জন্ম নিবন্ধন সনদের পূর্বে ইস্যু হওয়া এনআইডি/পাসপোর্টের মূলকপি আবেদনের সাথে অনলাইনে আপলোড করে সংযুক্ত করতে হবে।

ঘ. পুরাতন ম্যানুয়েল জন্ম নিবন্ধন যদি সঠিক থাকে এবং সেটি দিয়ে যদি জন্ম তারিখ সংশোধন করতে চায় সেক্ষেত্রে পুরাতন নিবন্ধনের রেজিস্টারের কপিসহ আপলোড করে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. স্কুল প্রত্যয়ন/হলফনামা/ডাক্তারী সনদ/টিকার কার্ড (বয়স ৫ বছরের বেশি হলে) ইত্যাদি ডকুমেন্টস দিয়ে জন্ম তারিখ সংশোধনযোগ্য নয়।

চ. **জন্ম সনদ নিবন্ধনের তারিখ বা ইস্যুর তারিখের পরে ইস্যুকৃত কোন প্রমাণক দিয়েই জন্ম সাল সংশোধনযোগ্য নয়। সেক্ষেত্রে এধরণের সকল আবেদন বাতিল করা হবে।**

বি: দ্র: ১। সংশোধনের আবেদনে উপরোক্ত কাগজপত্রসমূহের মূলকপি যথাযথভাবে অনলাইনে আপলোড করতে হবে এবং তা অবশ্যই স্পষ্ঠ/পড়ারযোগ্য হতে হবে। ফটোকপি আপলোড করলে আবেদন বাতিল হতে পারে। বানানো টীকার কার্ড/ভূয়া সনদ/এনআইডি ইত্যাদি দিয়ে জন্ম তারিখ বা কোন তথ্য সংশোধনের আবেদন করলে তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২। যেহেতু আবেদন রিসিভ করার সময় অনলাইনে পেমেন্ট করতে হয় সেহেতু আবেদনসমূহ ভালভাবে যাচাই করে শুধুমাত্র সংশোধনযোগ্য আবেদনসমূহ রিসিভ করবেন যাতে একবার রিসিভ হওয়ার পর আবেদন যেন বাতিল না হয়।

৩। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে কোন আবেদন বাতিল হলে সেক্ষেত্রে আবেদনকারী জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ২০০৪ অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক বাতিলের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে বাতিলের আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে আপীল করতে পারবেন।